ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়
জনতথ্য বিভাগ

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারকনং- ৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৮৪.২০১৭/৯৯১ তারিখ ঃ ২৫/১০/২০২০

বার্তা সম্পাদক
"দৈনিক যুগান্তর"
ঢাকা।

বিষয়ঃ প্রকাশিত সংবাদের আলোকে ঢাকা ওয়াসা'র বক্তব্য ।

২৪ অক্টোবর, ২০২০ ইং তারিখে আপনার **"দৈনিক যুগান্তর"** পত্রিকায় **"পাঁচ পয়ঃশোধনাগারে বদলে যাবে ঢাকা"** শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি ঢাকা ওয়াসার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য নিম্নরূপঃ

প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনটি গঠনমূলক হলেও বেশ কিছু তথ্য বিভ্রাট ও বিচ্যুতি আছে। প্রথমতঃ ঢাকা মহানগরীর মত একটি ঘনবসতিপূর্ণ মেগাসিটিতে পয়ঃ শোধণাগার নির্মাণ ব্যয়বহুল এবং তা শুধু রায়েরবাজার পয়ঃ শোধণাগার নয়-সব যে কোন ধরনের শোধণাগার নির্মাণই চ্যালেঞ্জিং। তথাপিও ঢাকা ওয়াসা রাজধানীবাসিকে শতভাগ পানি ও পয়ঃ সেবাদানে বদ্ধপরিকর। পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে শতভাগ সাফল্য আসলেও পয়ঃ শোধণাগার নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ইতোপূর্বে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না হওয়ায় পয়ঃ শোধনাগারগুলি স্যুয়ারেজ মাষ্টার প্ল্যানে থাকলেও নির্মাণ কাজে হাত দেয়া সম্ভব হয় নাই। বর্তমানে দাতা সংস্থাগুলি পয়ঃ শোধনাগার নির্মাণের জন্য অর্থ সংস্থানে রাজী হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধণাগারটির নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয় যা ইতোমধ্যেই শেষ হওয়ার পথে।

ঢাকা ওয়াসা বর্তমানে মোট পয়ঃ বর্জ্যের ২০% শোধন করার সক্ষমতা রাখে - এই তথ্যটি সঠিক। তবে ৮ বৎসর আগে প্রচুর অর্থ খরচ করে পানি ও পয়ঃ বর্জ্য সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহন করেছিল ওয়াসা-এটি অকাট্য মিথ্যা। উল্লেখ্য যে, ঢাকা শহরে প্রতিদিন যে পরিমান বর্জ্য তৈরি হয় এবং যা দিয়ে ঢাকা শহরের চারপাশের খাল, বিল নদী নালা দূষিত হচ্ছে, তার জন্য মাত্র ১২% দায়ী ঢাকা ওয়াসা। বাকী অর্থাৎ ৮৮% দূষণ বিভিন্ন শিল্প কারখানার বর্জ্য, গৃহস্থলীর বর্জ্য ইত্যাদির মাধ্যমে হয়ে থাকে।

পানির বিলের সংগে পয়ঃবর্জ্য বিল আদায় করে ঢাকা ওয়াসা মূলতঃ গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণা করছে বলে যে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে তা সঠিক নয়। কারন, যেখানে কেবলমাত্র স্যুয়ার লাইন আছে শুধুমাত্র ঐ এলাকায় স্যুয়ার বিল হয়।

পরিশেষে, প্রতিবেদনটি সম্পর্কে ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদ বক্তব্যটি আপনাদের **"দৈনিক যুগান্তর"** পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় হুবহু একই কলামে প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হ'ল।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে
২৫/১০/২০২০
এ. এম. মোস্তফা তারেক
উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা
ঢাকা ওয়াসা।